আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি। বললেন এ ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়।
সুরা আল ইমরান ৪৭

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ শুক্রবার ॥ ১২ জুন ২০২৬ ॥ ২৫ জিলহজ্জ ১৪৪৭ ॥ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ॥ ১০ম বর্ষ ॥ ০৩ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

নতুন আঙ্গীকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে
বিশ্বমানের সিমেন্ট
অ্যাংকর সিমেন্ট
স্থায়িত্বের মজবুত নোঙ্গর

সেবা : ০১৯১০০৬৬৬৫৫, ০১৭১১৩২৭৭০৫

বাজেটের প্রস্তাবিত অর্থবিলে স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ২০২৬-২৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের অর্থবিলে স্বাক্ষর করেছেন। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) ২ এর পাতায় দেখুন

আজ আনুষ্ঠানিক বাজেট প্রতিক্রিয়া জানাবে জামায়াত

কীর্তনখোলা ডেস্ক
"তাৎক্ষণিক বাজেট প্রতিক্রিয়া" জানিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মিছিল ও শুক্রবার (১২ জুন) দুপুরে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাবে ২ এর পাতায় দেখুন

বাজেট উচ্চাভিলাষী ও বাস্তবতাবিবর্জিত: এনসিপি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রথম জাতীয় বাজেট দিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ২ এর পাতায় দেখুন

সরকারের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুললেন হাদির বোন মাসুমা

কীর্তনখোলা ডেস্ক
পাঠ্যবইয়ে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির বীরত্বগাথা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৮ ২ এর পাতায় দেখুন

দুই দশক পর বিএনপি সরকারের
৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট

কীর্তনখোলা ডেস্ক
দুই দশক পর আবারও জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন সরকার। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এটি দেশের ৫৫তম জাতীয় বাজেট এবং বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেট। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। ফলে আয়-ব্যয়ের ব্যবধান বা বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা। এই ঘাটতি পূরণে দেশি-বিদেশি উৎস থেকে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। বাজেটে আগামী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। সরকারের রাজস্ব আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস হিসেবে থাকছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আগামী অর্থবছরে এনবিআরের মাধ্যমে ৬ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং কাস্টমস শুল্ক থেকেই এই অর্থের সিংহভাগ আসবে। এছাড়া এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব থেকে ৫১ হাজার কোটি টাকা এবং বিভিন্ন সরকারি সেবা, ফি, লভ্যাংশ ও অন্যান্য উৎস থেকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব হিসেবে আরও ৪০ হাজার কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে রাজস্ব আয় দিয়েও পুরো বাজেটের ব্যয় মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ঘাটতি পূরণে বিদেশি ঋণ ও অনুদান থেকে এক লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে এক লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেওয়া হবে এক লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য উৎস থেকে নেওয়া হবে ১৫ হাজার কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি অর্থ যাচ্ছে কোথায় ব্যয়ের খাত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যয় পরিচালন খাতে। আগামী অর্থবছরে পরিচালন ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬ লাখ ২১ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও সংশ্লিষ্ট খাতে ৩ লাখ কোটি টাকা এবং অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয়ে ১৬ হাজার ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বরাবরের মতোই অন্যতম বড় খাত হিসেবে থাকছে। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে এক লাখ ৪৪ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, কর্মসংস্থান কর্মসূচিসহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগ এ অর্থ থেকে বাস্তবায়ন করা হবে। মানবসম্পদ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষা ও মানবসম্পদ খাতে এক লাখ ৩৬ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে হাসপাতাল, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ এবং স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগসহ বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য রাখা হয়েছে ৬৯ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা। যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬০ হাজার ৭৩০ কোটি টাকা। সড়ক, সেতু, মহাসড়ক ও অন্যান্য যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় ২ এর পাতায় দেখুন

শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী
বরিশাল জিলা স্কুলে শিক্ষা সহায়তা বিতরণ করলেন সিটি প্রশাসক

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বরিশাল জিলা স্কুলে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশেষ আলোচনা সভা, শিক্ষা সহায়তা প্রদান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) বেলা ১১টার দিকে বিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সহায়তা সামগ্রী বিতরণ করেন এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর ২ এর পাতায় দেখুন

তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক সুফি আবদুল্লাহিল মারুফ (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা), উপ-পরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) মোঃ রাসেদুজ্জামান, পরিদর্শক আবু নাসের মোহাম্মদ দেলোয়ার ফারুক, অডিটর সাজেদুর রহমানকে বরিশাল ক্লাবে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বরিশাল আঞ্চলিক পত্রিকার সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকবৃন্দ - -কীর্তনখোলা

যেসব পণ্যের দাম বাড়বে

কীর্তনখোলা ডেস্ক
প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে কাজুবাদাম, গাড়ি, ট্রান্সফরমার, কপার টিউব, কপার তার এবং কোল্ড-রোল্ড কয়েলসহ আমদানিনির্ভর পণ্য, বিলাসপণ্য ও স্থানীয় শিল্পের প্রতিযোগী পণ্যে শুল্ক ও কর বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এই ঘোষণা দেন। ফলে এসব পণ্যের বাজারদর বাড়তে পারে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদেরা। প্রথমবারের মতো বাজেট উপস্থাপন করতে গিয়ে সংসদে দেওয়া ভাষণে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সবচেয়ে বড় কর বৃদ্ধির মুখে পড়ছে জীবাশ্ম জ্বালানিচালিত ব্যক্তিগত গাড়ি। পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবহার উৎসাহিত করতে ১২০০ থেকে ১৬০০ সিসি ক্ষমতার পেট্রল, অকটেন ও ডিজেলচালিত আমদানি করা গাড়ির মোট করভার ১৩২ দশমিক ৩৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে এই ধরনের নতুন গাড়ির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে।' মন্ত্রী জানান, দেশীয় কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত শিল্পকে সুরক্ষা দিতে কাজুবাদাম ২ এর পাতায় দেখুন

দাম কমবে যেসব পণ্যের

কীর্তনখোলা ডেস্ক
মূল্যস্ফীতির চাপে থাকা সাধারণ মানুষের জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অতিপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যে শুল্ক-কর কমানো বা প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী চাল, গম, আলু, মাছ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লবণ, চিনি, ভোজ্যতেল, মসলা, শিশুখাদ্য, চিকিৎসা সরঞ্জাম, প্রযুক্তিপণ্য ও ইলেকট্রিক যানবাহনসহ নানা খাতে কর ছাড়ের ঘোষণা দেন। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, ধান, চাল, গম, আলু, মাছ, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লবণ, চিনি, ভোজ্যতেল, বীজসহ ৬০টি কৃষি ও ভোগ্যপণ্যের ওপর উৎসে কর সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারের ভাষ্য, খাদ্যপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যয় কমিয়ে ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির চাপ কমানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সব ধরনের মসলার ওপর আরোপিত ৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। খেজুর আমদানির ওপর থাকা ৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্কও তুলে দেওয়ার প্রস্তাব ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল সিটিতে জামায়াতের প্রার্থী হেলাল, অংশ নেবেন না ফয়জুল

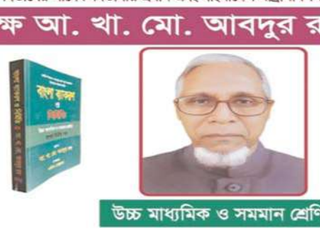

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
কবে নাগাদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তার দিনক্ষণ নির্ধারণ না হলেও বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের মেয়র প্রার্থী ঠিক করেছে জামায়াতে ইসলামী। দলের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসাইন হেলালকে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছে দলটি। অপরদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোনো ইচ্ছা নেই বলে জানিয়েছেন চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম। ফলে এখন পর্যন্ত এটা নিশ্চিত যে, আগামী নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপির প্রার্থীর সাথে মূল লড়াই হবে জামায়াতের। যদিও এই নির্বাচনে কোনো দলীয় প্রতীক থাকছে না বলে নিশ্চিত করেছে নির্বাচন কমিশন। তারপরেও লড়াইটা যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই হবে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা দলীয় প্রতীক থাক বা না থাক, মেয়র পদে দলীয়ভাবেই প্রার্থী দেবে বিএনপি, জামায়াতসহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলো। সূত্রমতে, ২০০২ সালে যাত্রা শুরু করা বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন হয় ২০০৩ সালে। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে জয়লাভ করে বিএনপি। ২০০৮ সালে অবশ্য জয়ের মালা যায় আওয়ামী লীগের ঘরে। ২০১৩ সালে বিজয়ী হওয়ার মাধ্যমে হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করে বিএনপি। নগর পরিষদের ইতিহাসে এই তিনটি নির্বাচনকেই মোটামুটি ধরা হয় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে। ২০১৮ ও ২ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ে ছিঁড়ে পড়া তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মা-ছেলের মৃত্যু

বরগুনা প্রতিনিধি
বরগুনার সদর উপজেলায় ঝড়ে ছিঁড়ে পুকুরে পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা ও তার দুই বছর বয়সী ছেলের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১০ জুন) উপজেলার ঢলুয়া ইউনিয়নের রায়ভোগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাতে বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল আলীম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। নিহতরা হলেন- রায়ভোগ এলাকার বাসিন্দা মো. মিরাজের স্ত্রী নুপুর আক্তার (২৫) এবং তার দুই বছর বয়সী ছেলে শাহাদাত। ২ এর পাতায় দেখুন

পিরোজপুর পৌর শ্মশানঘাট কালী মন্দিরে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ, গ্রেফতার ১

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুর পৌর শ্মশানঘাট কালী মন্দিরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পিরোজপুর সদর থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি হলেন প্রদীপ কুমার আইচ (৪৮), তিনি সদর উপজেলার ডুমুরিয়া এলাকার মৃত অনিল আইচের ছেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩১ মে বিকেল থেকে ১ জুন সকাল সাড়ে ৬টার মধ্যে কোনো এক সময়ে দুর্বৃত্তরা পিরোজপুর পৌর শ্মশানঘাট কালী মন্দিরে প্রবেশ করে কালী প্রতিমার দুই হাত ভেঙে ফেলে, মহাদেবের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে এবং মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় মন্দিরের বিভিন্ন মালামাল ২ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপন্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির
বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি
বইটি অনন্য
বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক
সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা
পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)
বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836
গদ্য প্রকাশন, বরিশাল
বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিলা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্যারারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ প্যারারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি বি.এম কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেট 01717-488083

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, বাউফল, আমতলী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্র ও সমাজকে পদক্ষেপ নিতে হবে

চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নত হচ্ছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। ফলে বাড়ছে মানুষের গড় আয়ু। বাড়ছে বয়োবৃদ্ধ বা প্রবীণ মানুষের সংখ্যা। যত দিন যাবে এই সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে একই সঙ্গে বাড়ছে প্রবীণ মানুষের দুর্ভোগ, অসহায়ত্ব ও জীবন-যন্ত্রণা। সম্প্রতি গণমাধ্যমে আসা দুটি খবর বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের হৃদয়-যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। মিরপুরে এক বাসায় একাকী মরে পড়ে ছিলেন এক মা, যাঁর শরীরে ঘা হয়ে গিয়েছিল। অথচ তাঁর দুই ছেলে ঢাকায়ই অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত। মিরপুরেই আরেক ফ্ল্যাট থেকে এক মায়ের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যাঁর স্বামী-সন্তান বিদেশে থাকেন। এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে অনেক প্রবীণের এমনই দুর্দশার করুণ চিত্র উঠে এসেছে। কেউ নিজের বাড়ি বা ফ্ল্যাটে একা থাকেন। কেউ প্রবীণনিবাসের ছোট্ট কুঠরির চার দেয়ালে বন্দি হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন। অনেকে সন্তান-স্বজনদের দেখা পাবেনড় এমন আশাও ছেড়ে দিয়েছেন। আবার যাঁদের নিজের সংগতি কম, প্রবীণনিবাসের খরচ জোগানোর ক্ষমতা নেই, তাঁদের কী অবস্থা? প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে সন্তানের সংসারে মুখ গুঁজে কোনো রকমে পড়ে থাকতে হয়। মৃত্যু কেন আসে না বলে আক্ষেপ করতে হয়। অনেকের অবস্থা হয় আরো খারাপ। নিকট অতীতে বৃদ্ধ মা-বাবাকে দূরে কোথাও রাস্তার ধারে বা জঙ্গলে ফেলে আসার মতো ঘটনাও ঘটেছে। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের (বাইগাম) মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ইন্তেজার রহমান বলেন, 'এখানে যাঁরা আসেন, বাধ্য হয়েই আসেন। পরিবারের লোকজন এসে দেখা করে যায়। কিন্তু দিনশেষে তাঁরা একাকী। এটাই বাস্তবতা। তাঁদের একেকজনের একেক ধরনের কষ্ট।' তিনি জানান, ঢাকাসহ সারা দেশে তাঁদের মোট ৯২টি শাখায় ১০ থেকে ১২ হাজার প্রবীণ থাকেন। প্রবীণ হিতৈষী লেখক ও সংগঠক হাসান আলী বলেন, 'আগে প্রবীণদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা ছিল। গল্প করতে পারতেন। এখন অনেকের জীবন চার দেয়ালে আটকে গেছে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'সময় যত যাবে, দেশে প্রবীণের সংখ্যা তত বাড়বে। তবে এখন যেহেতু যৌথ পরিবারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই প্রবীণদের একাকিত্ব বাড়ছে। নিঃসঙ্গতার ফলে তাঁদের মধ্যে মৃত্যুভয়, বিষণ্নতা, মেজাজ খিটখিটে হওয়াসহ নানা শারীরিক ও মানসিক রোগ দেখা দেয়।' মা-বাবার ভরণ-পোষণের বিষয়ে আইন আছে, কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন নেই। আর যেখানে পারিবারিক বন্ধন, ভালোবাসা, মানবিকতা হারিয়ে যাচ্ছে; সেখানে আইন কতটুকুই বা করতে পারবে! রাষ্ট্র ও সমাজকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। পদক্ষেপ নিতে হবে। আনন্দময় শৈশবের মতোই আনন্দময় বার্ধক্য নিশ্চিত করতে হবে।

পিরোজপুর পৌর শ্মশানঘাট কালী

ও প্রণামী বাক্সে থাকা নগদ অর্থও চুরি করা হয়। ঘটনার পর মন্দিরের অস্থায়ী পুরোহিত পঙ্কজ তেওয়ারী পিরোজপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। জিডির ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও তদন্ত শুরু করে। তদন্ত চলাকালে চুরি হওয়া মালামালের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তদন্তের একপর্যায়ে পুলিশ ঘটনার সঙ্গে প্রদীপ কুমার আইচের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পায়। এর ধারাবাহিকতায় ১০ জুন ভোর সাড়ে ৩টার দিকে পিরোজপুর পৌর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঝড়ে ছিঁড়ে পড়া তারে বিদ্যুৎ

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার (৯ জুন) রাতে বরগুনার বিভিন্ন এলাকায় ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হয়। এ সময় রায়ভোগ এলাকার একটি গাছ উপড়ে পল্লী বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে নিহত নুপুর আক্তারের পুকুরে পড়ে যায়। বিষয়টি পরিবারের কেউ টের পায়নি। বুধবার দুপুরের দিকে নুপুর আক্তার তার শিশু সন্তানকে নিয়ে পুকুরে গেলে অসাবধানতাবশত ছিঁড়ে পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে আসেন। এতে মা ও ছেলে ঘটনাস্থলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে বিকেল তিনটার দিকে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা ছিঁড়ে পড়া তার মেরামত করতে গিয়ে পুকুরে নুপুরের মরদেহ ভাসতে দেখেন। এ সময় ছেলে শাহাদাতের খোঁজ না পাওয়ায় বিষয়টি পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুর থেকে মা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করেন।

বরিশাল সিটিতে জামায়াতের প্রার্থী

২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত দুটি নির্বাচনে ওঠে ব্যাপক কারচুপি আর ভোট ছিনতাইয়ের অভিযোগ। ওইদুটি নির্বাচনে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর ছেলে সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ এবং দ্বিতীয়বার শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ খোকন সেরনিয়াবাতকে। ২০২৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের খোকন সেরনিয়াবাতের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম। লোকদেখানো সেই ভোটে ৩৫ হাজারের মতো ভোট দেওয়া হয় তার বাক্সে। ভোটের দিন অনিয়ম-কারচুপির প্রতিবাদ করতে গিয়ে খোকন সেরনিয়াবাতের সমর্থকদের হামলার শিকার হন ফয়জুল করীম। বর্তমানে এই সিটি করপোরেশনে প্রশাসক হিসেবে রয়েছেন বিএনপির বরিশাল বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন। তিনিসহ আরও অন্তত পাঁচজন রয়েছেন মেয়র পদে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার আশায়। তাদের মধ্যে কার ভাগ্যে জুটবে মনোনয়ন, তা নিশ্চিত নয়। তবে নির্বাচনের প্রস্তুতিতে একধাপ এগিয়ে গেছে জামায়াত। মেয়রপ্রার্থী হিসেবে দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসাইন হেলালকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল সদর আসনে হেলালকে প্রার্থী করেছিল জামায়াত। পরে আসনটি ইসলামী আন্দোলনকে ছেড়ে দেয় দলটি। ফলে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন হেলাল। মেয়র পদে প্রার্থীতা প্রশ্নে অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসাইন হেলাল বলেন, মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আমাকে দল থেকে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। সবাইকে সাথে নিয়ে আমি সেভাবেই কাজ করছি। সূত্রমতে, মেয়র পদে এখানে আরেক শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ধরা হয়েছিল মুফতি ফয়জুল করীমকে। সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে প্রায় ১ লাখ ভোট পেয়েছিলেন তিনি। একাধিকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন সিটি মেয়রসহ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। তবে এবার মেয়র প্রার্থী হচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। ফয়জুল করিম বলেন, আমাদের দল থেকে একজন প্রার্থী থাকবে। তবে আমার নির্বাচন করার কোনো ইচ্ছা নেই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতা বলেন, ফয়জুল করীম চরমোনাইয়ের বর্তমান পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীমের ছোট ভাই। তার প্রার্থী হওয়া আর অন্য কাউকে প্রার্থী করা তো এক নয়। তিনি প্রার্থী হলে যে গণজোয়ার আসবে, তা অন্য কাউকে দিয়ে সম্ভব নয়।

বরিশাল জিলা স্কুলে শিক্ষা সহায়তা

শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বরিশাল জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের বরিশাল অঞ্চল পরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসাইন। অনুষ্ঠান শেষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে বরিশাল জিলা স্কুলের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

যেসব পণ্যের দাম

আমদানিতেও বড় ধরনের শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপ্রক্রিয়াজাত কাজুবাদামের আমদানি শুল্ক ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ এবং প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদামের শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। ফলে আমদানিনির্ভর কাজুবাদামের বাজারে দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। মৎস্য খাতেও নতুন কর আরোপের প্রস্তাব এসেছে। দেশীয় প্রক্রিয়াজাত মৎস্যশিল্পকে সুরক্ষা দিতে আমদানি করা পাঙাশ মাছের ফিলেটের ওপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে উচ্চমূল্যের বিভিন্ন হিমায়িত মাছের আমদানিতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানীয় শিল্প সুরক্ষার যুক্তিতে বেশ কয়েকটি শিল্পপণ্যের ওপরও শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জিপসাম বোর্ড ও শিট, পিভিসি রেজিন, পিইটি রেজিন, বাইসাইকেলের যন্ত্রাংশ (ফ্রি হুইল), ট্রান্সফরমার, কপার টিউব, কপার তার, কোল্ড-রোল্ড কয়েল ও শিট এবং পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার। এসব পণ্যের ওপর নতুন করে রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ বা বিদ্যমান আমদানি শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। ফলে নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও কিছু উৎপাদন খাতের কাঁচামালের দাম বাড়তে পারে। এ ছাড়া স্থানীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষা দিতে হাউসহোল্ড টাইপ ওয়াশিং মেশিন আমদানিতে নতুন করে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে আমদানি করা ওয়াশিং মেশিনের দাম বাড়তে পারে। কাগজশিল্পের সুরক্ষায় গ্রিজ প্রুফ পেপার ও গ্লাসিন পেপারের আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার পাশাপাশি ৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একইভাবে স্থানীয় মেইজ স্টার্চ শিল্পকে সুরক্ষা দিতে এ পণ্যের আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নিকোটিন গ্র্যানিউলস ও নিকোটিন পাউচ আমদানির ওপর নতুন করে ৩৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছেন। পাশাপাশি নিকোটিন পাউচের ওপর ৪০ শতাংশ এবং হিটেড টোব্যাকোর ওপর ৬৭ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয় সংসদে। সিগারেটের ন্যূনতম খুচরা মূল্যও বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে এসব পণ্যের দাম বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, শুল্ক-কর বৃদ্ধির বেশির ভাগ উদ্যোগের লক্ষ্য রাজস্ব বাড়ানো নয়; বরং দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়া, আমদানি-নির্ভরতা কমানো এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা। তবে এর সরাসরি প্রভাব হিসেবে কিছু আমদানিপণ্য ও ভোক্তাপণ্যের দাম বাড়তে পারে। প্রস্তাবিত বাজেটে কর কমানোর কারণে যেমন কিছু পণ্যের বাজারদর কমার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তেমনি শুল্ক ও কর বৃদ্ধির কারণে গাড়ি, কাজুবাদাম, কিছু নির্মাণসামগ্রী, আমদানি করা গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি এবং তামাক ও নিকোটিনজাত পণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। ফলে আগামী অর্থবছরে কোন পণ্যের বাজারে কী ধরনের প্রভাব পড়ে, সেদিকে নজর থাকবে ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের।

দাম কমবে যেসব

করা হয়েছে। সোনা ও স্বর্ণালংকার সরবরাহে উৎসে করের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর ভাষ্য, উচ্চ উৎসে করের কারণে সোনা ও স্বর্ণালংকারের সরবরাহ এখনো অনানুষ্ঠানিক থাকায় সরকার রাজস্ব পাচ্ছে না। এই ব্যবসাকে আনুষ্ঠানিক খাতে আনতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষি উৎপাদন ব্যয় কমাতে সারের ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিদ্যমান ৭ দশমিক ৫ শতাংশ ভ্যাট সম্পূর্ণ অব্যাহতির প্রস্তাব করা হয়েছে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত সব ধরনের কীটনাশকের আমদানিতে প্রযোজ্য ৭ দশমিক ৫ শতাংশ আগাম করও প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। শিশুখাদ্য তৈরির কাঁচামালের আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে কিডনি রোগীদের ব্যবহৃত ডায়ালাইসিস ফিল্টারের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও ৫ শতাংশ অগ্রিম কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারের হিসাবে, এর ফলে প্রতিবার ডায়ালাইসিসে রোগীদের প্রায় ৮০০ টাকা পর্যন্ত খরচ কমতে পারে। হার্টের স্টেন্ট ও চোখের ইনট্রাওকুলার লেন্সের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাবও রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, সার্ভার, প্রিন্টার ও মনিটরের ওপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসএসডি, ফ্ল্যাশ মেমোরি, কম্পিউটার মনিটর ও প্রিন্টারের ওপর কর কমানোর কথা বলা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবহারে উৎসাহ দিতে ইলেকট্রিক গাড়ি, ইলেকট্রিক বাস-ট্রাক, চার্জার ও চার্জিং স্টেশনের ওপর কর ব্যাপকভাবে কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। ইলেকট্রিক গাড়ির মোট করভার ৯৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে সর্বনিম্ন ৬৪ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব রয়েছে। চার্জার ও চার্জিং স্টেশনের আমদানিতে সব ধরনের শুল্ক-কর প্রত্যাহারের কথাও বলা হয়েছে। মোবাইল ফোন উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রিম কর কমানো হয়েছে। মোবাইল সিমের ওপর আরোপিত ৩০০ টাকার নির্দিষ্ট করও তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে নতুন সিম কেনার খরচ কমতে পারে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, কর ও শুল্ক কমানোর সুবিধা সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হলে নিত্যপণ্য থেকে চিকিৎসা, প্রযুক্তি ও পরিবহন খাতের বিভিন্ন পণ্যের দাম কমতে পারে। অর্থনীতিবিদেরাও বলছেন, কর ও শুল্ক কমলে আমদানি ও সরবরাহ ব্যয় কমবে, যা বাজারে পণ্যের দাম কমাতে সহায়ক হতে পারে। তবে এই সুবিধা কতটা ভোক্তার কাছে পৌঁছাবে, তা নির্ভর করবে বাজার ব্যবস্থাপনা, প্রতিযোগিতা এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর।

৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি

হবে। কৃষি, খাদ্য ও মৎস্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪৩ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা। কৃষক কার্ড, কৃষি ভর্তুকি এবং খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ অর্থ ব্যয় করা হবে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪১ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। গ্রামীণ সড়ক, সেতু, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়নে এ অর্থ ব্যবহার করা হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৭ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা। পানিসম্পদ খাতে খাল খনন, নদী পুনরুদ্ধার এবং বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য রাখা হয়েছে ১০ হাজার ৫৩৩ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটের অন্যতম বড় ব্যয় হচ্ছে ঋণের সুদ পরিশোধ। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধে আগামী অর্থবছরে ব্যয় হবে এক লাখ ১৪ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। বাজেটে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে উৎসাহ দিতে স্টার্টআপ, নারী উদ্যোক্তা, ৫-জি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) উন্নয়নে ৫০০ কোটি টাকার স্টার্টআপ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্রীড়া উন্নয়নে 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' কর্মসূচি ও স্পোর্টস ভিলেজ নির্মাণে ২০০ কোটি টাকা এবং সৃজনশীল অর্থনীতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পর্যটন উন্নয়নে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ১০০ কোটি টাকার জলবায়ু তহবিল এবং ধর্মীয় খাতে ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাতা ও ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য এক হাজার ৮১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সবশেষ ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে বাজেট উপস্থাপন করেছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। ৬৯ হাজার ৭৪০ কোটি টাকার সেই বাজেটের প্রায় ১৩ গুণ বড় বাজেট নিয়ে এবার সংসদে হাজির হয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

মুলাদীতে অগভীর নলকূপে

দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।' উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. গোলাম সরওয়ার বলেন, 'ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে অগভীর নলকূপ থেকে গ্যাস নির্গত হতে পারে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানকারী সংস্থা পেট্রোবাংলাকে অবহিত করা হবে।'

বরিশালে ফের বাড়ছে

১১ জুন পর্যন্ত আট দিনে মোট ১৪২ জন ডায়রিয়া রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। একই সময়ে সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১৩২ জন। এর মধ্যে ৪ জুন ১৩ জন ভর্তি ও ৪ জন ছাড়পত্র পান। ৫ জুন ভর্তি হন ২০ জন, ছাড়পত্র পান ২৩ জন। শনিবার ১৩ জন ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেন এবং একই দিনে ১৩ জন হাসপাতাল ছাড়েন। রোববার ১৯ জন ভর্তি ও ১৭ জন ছাড়পত্র পান। সোমবার ২১ জন ভর্তি এবং ১৯ জন বাড়ি ফেরেন। মঙ্গলবার ১৮ জন ভর্তি ও ১৪ জন ছাড়পত্র পান। বুধবার ১৭ জন ভর্তি হলেও ২০ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছাড়েন। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার ২১ জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন এবং ২২ জন ছাড়পত্র পেয়েছেন। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রতিদিন গড়ে ১৭ থেকে ২১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। যদিও ছাড়পত্রের সংখ্যাও প্রায় একই পর্যায়ে রয়েছে, তবুও নতুন আক্রান্তের ধারাবাহিক উপস্থিতি ডায়রিয়ার ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, শুধু বরিশাল নগরী নয়, বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকেও রোগীরা চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে আসছেন। ফলে বরিশাল সদর হাসপাতালই বর্তমানে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদের প্রধান ভরসাস্থল হিসেবে কাজ করছে। এ বিষয়ে বরিশাল সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মলয় কৃষ্ণ বড়াল বলেন, বর্তমানে হাসপাতালে পর্যাপ্ত স্যালাইন, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম মজুত রয়েছে। রোগীর চাপ খুব বেশি নয়, তবে প্রতিদিনই নতুন রোগী আসছেন। পরিস্থিতি আমরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছি। তিনি জানান, আবহাওয়াগত কারণে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ডায়রিয়ার প্রকোপ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। বিশেষ করে ডিসেম্বর থেকে শুরু করে আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি থাকে। চিকিৎসকদের মতে, তীব্র গরম, আর্দ্র আবহাওয়া, বিশুদ্ধ পানির অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ডায়রিয়া বিস্তারের অন্যতম কারণ। সামান্য অসতর্কতাও সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই নিরাপদ পানি পান, খাবার ভালোভাবে সংরক্ষণ, খোলা খাবার পরিহার এবং নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করছেন তারা। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই জনসচেতনতা বাড়ানো না গেলে বর্ষা মৌসুমকে ঘিরে ডায়রিয়ার সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে। তাই ব্যক্তিগত সতর্কতার পাশাপাশি নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন বলে মনে করছেন তারা। বরিশালে আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও হাসপাতালের প্রতিদিনের ভর্তি তালিকা স্পষ্ট করে দিচ্ছে, ডায়রিয়ার ঝুঁকি এখনও কাটেনি, বরং সতর্ক থাকার সময় এখনই।

বরিশালে চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনায়

কথা বলেন তিনি। চিকিৎসাসেবাকে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল, ঝুঁকিপূর্ণ ও মানবিক পেশা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, চিকিৎসকসহ সব স্বাস্থ্যকর্মী প্রতিদিন সীমিত জনবল, সীমিত সম্পদ, অতিরিক্ত রোগীর চাপ এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তবু সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও হাসপাতাল কর্মীদের ওপর হামলা, লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য অশনি সংকেত। অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম জানান, ২০২৪ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, চিকিৎসক ও নার্সদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ শারীরিক অথবা মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু রিপোর্টিং রেট ছিল মাত্র ২৭.৮ শতাংশ অর্থাৎ অধিকাংশ ঘটনা জানানোই হয় না। গত ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এই ধরনের নিপীড়নের পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখতে হবে। তিনি বলেন, কোনো চিকিৎসাসংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তার জন্য আইনগত, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। অভিযোগ তদন্তের সুযোগ আছে, জবাবদিহির ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজনে আইনি প্রতিকার নেওয়ার পথও খোলা আছে। কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া, হাসপাতালের ভেতরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং দায়িত্ব পালনরত স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর হামলা চালানো কোনো সভ্য সমাজে মেনে নেওয়া যায় না। এ ধরনের ঘটনা শুধু একজন চিকিৎসক বা একজন স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর আঘাত নয়; এটি পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থা, রোগীর সেবা পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত। ধারাবাহিকভাবে ঘটে যাওয়া এই ধরনের ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের দাবি করে তিনি বলেন, এ ধরনের হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রচলিত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ সব স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং হাসপাতালভিত্তিক নিরাপত্তা প্রটোকল জোরদার করাসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩০ আঙুল ও জিহ্বা ছাড়া

হতবাক স্বজনরা। কিন্তু মা আর চারটি সন্তানের মতো আপন করে শিশুটিকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে নবজাতক ও শিশু চিকিৎসক ডা. মো. মনিরুজ্জামান বলেন, অতিরিক্ত আঙুল নিয়ে জন্ম নেওয়ার এ অবস্থাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 'পলিড্যাকটিলিজম' বলা হয়। তবে শিশুটির জিহ্বা না থাকা একটি বিরল জন্মগত ত্রুটি, যা নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন।

বিএনপিপন্থী ঠিকাদারের কাছে চাঁদা দাবি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসাইন শান্ত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজমাইন সাকিব ও আরাফাতসহ তাঁদের কয়েকজন অনুসারী।

মার্কিন হামলায় ২ ভারতীয় নাবিক

সংগঠন ফরওয়ার্ড সিমেনস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক মনোজ যাদব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর আলজাজিরার। নিহত দুই নাবিক হলেনড় আদিত্য শর্মা এবং শিবানন্দ চৌরাসিয়া। ট্যাঙ্কারটির প্রধান প্রকৌশলী পাটনালা সুরেশ এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, জাহাজটিতে মোট ২৪ ভারতীয় নাবিক ছিলেন। তাদের মধ্যে ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পর ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কূটনীতিক জেসন মিকসকে তলব করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং নিখোঁজ নাবিকদের সন্ধানে দ্রুত পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে। অন্যদিকে, সেন্টকম দাবি করেছে, তারা নির্ভুল হামলা চালিয়ে ট্যাঙ্কারটির ইঞ্জিন কক্ষ অকার্যকর করে দেয়। তাদের অভিযোগ, জাহাজটি ইরানি তেল বহন করছিল এবং মার্কিন বাহিনীর নির্দেশনা মানতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঘটনাটি মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। ভারত সরকার এ ধরনের হামলাকে উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করে দ্রুত উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানিয়েছে।

১২ ক্ষেপণাস্ত্র ফেলে এফ-৩৫সহ তিন

নিক্ষেপ করেছে। খবর আলজাজিরার। আইআরজিসির বক্তব্য অনুযায়ী, হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে মার্কিন বাহিনীর ব্যবহৃত এফ-৩৫, এফ-১৫ এবং এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের হ্যাঙ্গার, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবকাঠামো ছিল। তারা দাবি করেছে, দীর্ঘপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ঘাঁটির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আঘাত হানা হয়েছে। এই হামলার দাবি আসে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইরানবিরোধী সামরিক অভিযানের পর। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা, রাডার ও বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর হামলা চালায় বলে খবর প্রকাশিত হয়। এর জবাবে ইরান জর্ডান, কুয়েত ও বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার দাবি করে। তবে আইআরজিসির দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। জর্ডানের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা আল-আজরাক অঞ্চলের দিকে ছোড়া কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে এবং এতে কোনো হতাহত বা উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। একইসঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তারাও অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিহত করার দাবি করেছেন।

ভাণ্ডারিয়া পৌরসভায় ডেঙ্গু

ডাঃ কামাল হোসেন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সৈয়দ আজমল হোসেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মনির হোসেন আকন,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন বিপ্লব,সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ(মলাত)জোমাদ্দার,পৌর বিএনপির আহবায়ক আব্দুল মন্নান হাওলাদার,পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন,প্রবীণ সমাজসেবী মো. হায়দার হাওলাদার,থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. জুয়েল রানাসহ অন্যরা।

আগৈলঝাড়ায় আইন-শৃঙ্খলা

আগৈলঝাড়া প্রেসক্লাব সভাপতি মোঃ শামীমুল ইসলাম শামীম, আগৈলঝাড়া পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, উপজেলা বিআরডিবির চেয়ারম্যান মোঃ আক্তারুজ্জামান, পলাশ হালদার প্রমুখ। সভায় উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখাসহ মাদক, বাল্যবিবাহ ও আত্মহত্যা প্রতিরোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। এছাড়াও সভায় সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশের অভিযানে ১৭৫

হাওলাদার (৪৮) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেন। তার কাছ থেকে ১শ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আটক শওকত বরিশাল নগরীর কুদঘাটা ডেফুলিয়া এলাকার মৃত আঃ আজিজ হাওলাদারের ছেলে। একই রাত ৩ টার দিকে এয়ারপোর্ট থানার এসআই মোঃ আল মোমেনের নেতৃত্বাধীন বিশেষ অভিযানিক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডেফুলিয়া এলাকার দরগা বাড়ির আবুল কালাম ওরফে কালু মিয়ার বসতঘরে অভিযান চালিয়ে ৫০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। এসময় ওই মাদক ব্যবসায়ীকেও আটক করে পুলিশ। এর আগে ওই পুলিশ অফিসার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৯ জুন রাতে নগরীর কাশিপুর তেতুলতলা হাউজিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোঃ ওমর ফারুক (৩০) নামের এক মাদক বিক্রেতাকে আটক করেন। সে বরিশাল সদর উপজেলার জাগুয়া ইউনিয়নের আস্থাকাঠী গ্রামের মৃত জয়নাল খানের ছেলে। পুলিশ তার কাছ থেকে ২৫ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে ব্যবস্থা গ্রহন করেছে এয়ারপোর্ট থানা পুলিশ। এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান, আটককৃতদের আদালতে হস্তান্তর করলে বিচারক তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করেন। এছাড়া আটক শওকতের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মাদক মামলা রয়েছে বলে জানান ওসি।

বোরহানউদ্দিনে গাঁজা ও ইয়াবাসহ

পিতা- আবুল কালাম এবং মোঃ তানজিল (২০), পিতা- মনির হোসেনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩০ গ্রাম গাঁজা ও ৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিক তদন্তে তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

পটুয়াখালীতে 'নবম বাংলাদেশ-চীন

কিলোমিটার এবং সংযোগ সড়ক (অ্যাপ্রোচ রোড) থাকবে ১ দশমিক ২৭২ কিলোমিটার। চুক্তির শর্তানুযায়ী, মূল সেতু ও সংযোগ সড়ক নির্মাণে সম্পূর্ণ অনুদান হিসেবে অর্থায়ন করবে চীন সরকার। অন্যদিকে, প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, পরিষেবা (ইউটিলিটি) লাইন স্থানান্তর এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের খরচ বহন করবে বাংলাদেশ সরকার। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে চীন সরকারের মনোনীত একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান সেতুটির বিস্তারিত নকশা তৈরি ও চূড়ান্ত করার কাজ করবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এরই মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরির কাজ চলছে। প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক প্রক্রিয়া ও অনুমোদন শেষে দ্রুতই সেতুটির নির্মাণকাজ শুরু হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সেতুটি নির্মিত হলে ওই অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা আরও দ্রুত, নিরাপদ ও সহজ হবে। যাতায়াতের সময় ও পরিবহন খরচ কমে আসার পাশাপাশি এটি দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, বাণিজ্য এবং পর্যটন খাতের প্রসারে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। চুক্তি সই অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মোহাম্মদ জিয়াউল হক এবং ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর এবং চীন সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

সরকারের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন

সালের বইয়ে তার জীবন, কর্ম, শাহাদাত ও পরবর্তী ঘটনাগুলো তুলে ধরে পাঠ্য রাখা হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই পরিমার্জন-সংক্রান্ত কমিটির এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১০ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সিদ্ধান্তে কিছুটা আপত্তি জানিয়েছেন ওসমান হাদির বোন মাসুমা হাদি। ১১ জুন রাত ১টা ৩৩ মিনিটে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি। মাসুমা হাদি লিখেছেন, ?'আমার ভাইয়ের শাহাদাতের দিন থেকেই গণমাধ্যমের মারফতে দাবি করেছি, সরকার যেন অবশ্যই আমার ভাইয়ের বীরত্বগাথা জীবনী পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করেন।' তিনি লিখেছেন, 'অবশেষে সরকার শহীদ ওসমান হাদির বীরত্বগাথা জীবনী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা প্রশংসার দাবিদার। তবে ২০২৮ সাল থেকে শুধু পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে কেন?' ওসমান হাদির বোন প্রশ্ন তুলে লিখেছেন, 'আমার প্রশ্ন, ২০২৭ সালে হবে না কেন? এবং শুধু পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে কেন?' মাসুমা লিখেছেন, 'আমার দাবি, অবশ্যই ২০২৭ সালে পঞ্চম শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে শহীদ ওসমান হাদির বীরত্বগাথা জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হোক।'

বাজেট উচ্চাভিলাষী ও বাস্তবতাবিবর্জিত

জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বাজেটটিকে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও বাস্তবতাবিবর্জিত বলে অভিহিত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ছায়া বাজেট কমিটির প্রধান ও কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ড. আতিক মুজাহিদ। বৃহস্পতিবার বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এ কথা বলেন তিনি। আতিক মুজাহিদ বলেন, 'সরকার প্রায় আড়াই লাখ কোটি টাকা ঘাটতির কথা বললেও বাস্তবে ঘাটতির পরিমাণ সাড়ে চার লাখ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। কারণ প্রস্তাবিত ৬ দশমিক ৯৫ লাখ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় অর্জন করা অসম্ভব। আমার ধারণা, রাজস্ব আদায়ে দুই লাখ কোটি টাকারও বেশি ঘাটতি থেকে যেতে পারে।' তিনি জানান, প্রকৃত হিসাব বিবেচনায় এই বাজেট বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘাটতি বাজেট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আজ আনুষ্ঠানিক বাজেট

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) সন্ধ্যায় তাৎক্ষণিক বাজেট প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট থেকে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিরোধী দল জামায়াত। মিছিলে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আজাদ ও অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জম হোসেন হেলাল। এছাড়া মিছিলে কেন্দ্রীয় এবং মহানগর নেতারা উপস্থিত থাকবেন। তবে দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বাজেট প্রতিক্রিয়া জানানো হবে শুক্রবার দুপুরে। দলটির পক্ষ থেকে দেওয়া পৃথক দুটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের জানান, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট সম্পর্কে দলের বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে শুক্রবার (১২ জুন) বেলা সাড়ে ১১টায় সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জামায়াত। মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য এই সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন এবং প্রস্তাবিত বাজেট বিষয়ে দলের অবস্থান ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরবেন।

বাজেটের প্রস্তাবিত অর্থবিলে

বিকেলে জাতীয় সংসদে তার অফিস কক্ষে তিনি এ স্বাক্ষর করেন। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সংসদে উপস্থাপন করেছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। 'গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির অভিযাত্রা'- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের আকার ধরা হয়েছে ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। এর বিপরীতে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। ফলে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা। বাজেটের বিশাল এই ঘাটতি পূরণে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক- দুই উৎস থেকেই অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছে। প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান থেকে ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। এর মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেওয়া হবে ১ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য উৎস থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকার অর্থ সংগ্রহ করা হবে। বাজেটে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার ধরা হয়েছে ৬৮ লাখ ৩০ হাজার ২৪ কোটি টাকা। এছাড়া আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে ৭ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফররুখ ভাবনায় নদ-নদী ও পরিবেশ প্রকৃতি

মাহমুদ ইউসুফ

ফররুখ আহমদ বাংলাদেশের প্রাণ-প্রকৃতির কবি। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের কবি। বাঙালির কবি, বাঙালি মন ও মননের কবি। বাঙালি জাতিসত্তার কবি। বাঙালি কৃষ্টি ও রীতিনীতির কবি। বাঙালি চিন্তা ঐতিহ্যের কবি প্রতিমা। ফররুখ সাহিত্যে বাংলার নদ-নদী এসেছে নানা প্রসঙ্গে, নানা অনুষঙ্গে, নানা ভাবনায়, নানা চেতনায়, নানা দৃষ্টিতে, নানা আঙ্গিকে। একক হিসেবে ফররুখ সাহিত্যেই বাংলার পরিবেশ, সবুজ প্রকৃতি ও নদ-নদীর উপস্থাপনায় আধিক্য দৃষ্টিগোচর।

পদ্মা নদীর অবদান বাংলাদেশ। এই পদ্মাকে ঘিরে রচিত কতশত কবিতা, গান, গল্প ও কালজয়ী উপন্যাস উপখ্যান। কবি ফররুখের '*পদ্মা*' কবিতাও পদ্মা নদীর আদিগন্ত চিত্র। পদ্মার প্রাণধারা, উৎপত্তি, জীবনপ্রকৃতি, আদি রহস্য, উর্বরতা, ফসল, ভাঙন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, আর্তনাদ, বিলাপ, স্রোতধারা, স্রোতের নৃত্যছন্দ; কি নেই এখানে। এ যেন পদ্মার জীবন প্রতিচ্ছবি। পদ্মা কবিকে ডাকে বারবার পুনর্বার। 'হে পদ্মা, প্রমত্তা নদী! হিমাদ্রির দুরন্ত সন্তান/কাটায়ে শৈশব তুমি সুদুর্গম পার্বত্য উপলে/উত্তপ্ত নিদাঘে কবে শুনেছ প্রাণের কলতান, ... জেনেছ সেদিন কেন বিশ্বে এই গতির স্পন্দন/ হে পদ্মা, -প্রমত্ত নদী! স্রষ্টার শক্তির নিদর্শন।। (পদ্মা) পদ্মা কলোল্লাসে মহাউচ্ছাসে গেয়ে যায় মুক্ত জীবনের জয়গান: এ নদী প্রবহমান জীবনের নব জাগরণে/ভাসায়ে তরঙ্গভঙ্গে জড়তা, জরার আক্রমণ/চলে সে উদ্দাম গতি ... শিরায় শিরায় জাগে জীবনের নতুন স্পন্দন;/আবেহায়াতের স্পর্শে জিন্দেগির হয় উজ্জীবন। (আরিচা-পারঘাটে)

পদ্মার ফাটল ও পদ্মার ভাঙন কবিতাও পদ্মারই যাপিত জীবনগাঁথা। 'দুশো বছরের খেলা। বলে গেল হাড়ের মিছিল/দুশো বছরের মারিরোগ। সম্পূর্ণ রাখিয়াছিল/অন্তঃসারশূণ্য করি। দেরি ছিল চরম পঙ্কিল/আঘাতের। পদ্মার পাড়ের মতো চূর্ণ করে দিলে/ সে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু/পদ্মার দু'তীরে শুধু গাঢ়তর হল কৃষ্ণরাত।।' পদ্মার মায়ায় পদ্মার ছায়ায় পদ্মার আলোয় কবির বসবাস: আমার বাড়ি পদ্মাপার/পদ্ম দিঘির ধারে,/পদ্মা নদীর ঝোড়ো হাওয়া/পাই যে বারে বারে।/পদ্মা নদীর সোঁতে কারা/উজান চলেছে,/মাল্লা, মাঝি, কিষান গাজি/সবাই বলেছে।। ভারতসৃষ্ট ফারাক্কা বাঁধ ও পদ্মা সেতু পদ্মা নদীর চিরন্তন প্রবাহমান ধারাসৌন্দর্যকে ম্লান করে দিলেও কবি ফররুখের কবিতা-গান আজও জীবন্ত, আজও মনমোহনীয়। ফররুখ আহমদের নদী প্রকৃতির গানের আবেদন কখনও ফুরাবে না।

পদ্মা-মধুমতি বারবার ঘুরেফিরে কবির মনকে নাড়িয়ে যায়। '... মন ভেসে যায় তেপান্তরে/পদ্মা-মধুমতীর চরে,/কাঁপন জাগে শীতের হাওয়ায়,/হাজার পাখির ঝাঁক উড়ে যায়। (পউষের কথা) দুর্বার, দুর্ধর্ষ, বিভীষিকাময় বৈশাখকে পদ্মা-মেঘনার পানিরাশিতে হুঙ্কার ফেলার আহ্বান কবির: অগন্য, অসংখ্য বাধা ওড়ায়ে, প্রবল কণ্ঠে তুলি তীব্র পৌরুষ হুঙ্কার/ হে বৈশাখ! এসো ফিরে বজ্রের আগুনে দীপ্ত-আল্লার দুধারি তলোয়ার,/ভ্রষ্ট, গুমরাহা যত নির্বোধের অহমিকা, শূণ্যগর্ভ দম্ভ, আস্ফালন/চূর্ণ করি এসো তুমি শঙ্কাশূণ্য রণাঙ্গনে সমুজ্জ্বল সেনানী যেমন/নিঃশঙ্ক আল্লার শের-দীপ্ত আবির্ভাবে যার পলাতক ফেরুপাল, কাক;/সুরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে/এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ।। (বৈশাখ)

মধুমতীর তীরে কবিতা মধুমতি নদীর একটি পুর্ণাঙ্গ ডকুমেন্টারি। নলবন, জোছনার বাঁশি, রাজহাঁস, নিশাচর পাখি, ডাহুকের দূরচারী সুর এবং চাঁদ সেথা ডুবে চলে। 'জনতার কোলাহল নাই প্রশান্তির স্বপ্ন মধুমতী/দুই পাশে ধানখেত রেখে অবিশ্রান্ত চলে সেই নদী/সূর্যাস্তের তোরণে যেখানে জ্বলে সন্ধ্যাতারকার টিপ/রাত্রির দুর্গম পথে পথে মহাকাশ জ্বালালো প্রদীপ/কর্কশ দিনের দাঁড়কাক যেথা এসে হলো স্তব্ধ বাক।' মনে হয় মধুমতীর তটরেখাতেই কবি দণ্ডায়মান। বর্ষায় মধুমতি নদীর উদ্দাম যৌবনে প্রাণের বিদ্যুৎ চমকায়: বর্ষায় জীবন্ত নদী মধুমতী মুক্ত কলোল্লাসে/বয়ে যায় অবিশ্রাম, থামে না সে মুহূর্তের তরে, /বুকে তার পাল তুলে/জলে ডিঙি-শঙ্খচিল ভাসে, ... সকল জড়তা ভুলে হয় তীব্র গতিতে দুর্বার,/মুহূর্তে এ নদী হয় সময়ের স্রোত খরধার।। (বর্ষায়)

শিশুদের সম্মানে কবি রচনা করেন নানান স্বাদের সৌন্দর্যের ছড়া। সেসব ছড়াতেও নদী প্রসঙ্গের ছড়াছড়ি। আজও মনে পড়ে শৈশবে পঠিত ফররুখ ছড়া: বিষটি এলো কাশবনে/জাগলো সারা ঘাস বনে,/বকের সারি কোথারে/লুকিয়ে গেল বাঁশ বনে।/নদীতে নেই খেয়া যে,/ডাকলো দূরে দেয়া যে, ... (বিষ্টির ছড়া) বৃষ্টির ছন্দেও কবি নদীকে ভুলতে পারেন না। মাঘের শীতেও নদীর কথা বারবার মনে পড়ে কবির: ... জানি না কীভাবে মাঠে কেটে যায় বেলা, বয়ে যায় মধুমতি মিঠে তার পানি,/ নামবো কী নামবো না হয় কানাকানি,/তারপর পদ্মা ও মেঘনার তীরে।/ দেখি চেয়ে বুড়া শীত ঘোরে কী ফিকিরে ... রাঙামাটি চট্টলে মাটি নয় রাঙা/ সেখানেও পড়ে শীত হাড়ঘোর ভাঙা,/ কর্ণফুলীর তীরে ফিরে আসি তাই;/ মাঘ মাস পার হলে দেখি শীত নাই।। (মাঘের শীত) নদীর সাথে যে কত নিবিড় সম্পর্ক বাঙালির তাই পরিস্ফুট এখানে।

হরফের ছড়াতেও নদীর কথা: ঢ-এর পাশে ঢাকা/কথাটা নয় ফাঁকা/ঢাকা শহর পাশে রেখে বইছে নদী বাঁকা।। আবার নদী ও নৌকার নাইওরিতে কবির ভাবনা: ন-য়ে নাও খানা/যায় ছাড়িয়ে গাঁও খানা,/নদীনালার পথ ধরে নাও চলে কার নাইওরে।। (হরফের ছড়া) শুকনো নদীতে মেঘের জন্য কবির প্রার্থনা: নামলো খরা ভাটির দেশে,/ বেড়ায় না কেউ খেলে হেসে,/ আয় ভেসে মেঘ কালা ধলা/শুকায় কাগা বগার গলা,/যায় শুকিয়ে নদীনালা:/আয় ভেসে মেঘ/ধলা কালা। (মেঘের ছড়া)

বর্তমানে নদীতে ইলিশ নেই। নদীপ্রকৃতির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করায় সেও প্রতিশোধ নিচ্ছে। তবে একদা নদী ছিলো ইলিশে ভরপুর। কবির ভাষায়: ইলশেগুঁড়ি! ইলশেগুঁড়ি!/ইলিশ মাছের মুড়কি মুড়ি,/নদীর বুকে হুড়োহুড়ি/ ইলশেগুঁড়ি! ইলশেগুঁড়ি! (ইলশেগুঁড়ি) পদ্মা এখন ধু ধু বালুচার। কীর্তিনাশা পদ্মার রূপ কেড়ে নিয়েছে ভারত সৃষ্ট গঙ্গাব্যারেজ।
নদীর বালুচরে চখাচখি ও কাঁদাখোচা পাখির বাক্য বিনিময় কবির শিল্পমনকে ফাঁকি দিতে পারে না: নদী তীরে বাস করে দুটো চখাচখি/কাদাখোঁচা পাখিটাকে করে বকাবরি,/ সে কথায় কাদাখোঁচা দেয় না তো কান/এক মনে করে কাজ সারা দিনমান।। (শ্রমিক পাখি) গল্পের আড্ডাতেও নদীকে বরণ: একটা, দুটো করে আবার মধুমতীর বাঁকে/অনেক রকম ছায়া ভাসে হুতুম ধুতুম ডাকে,/ঝিলের ধারে মশাল নিয়ে আলেয়াগুলো যায় বেড়িয়ে/গুণগুনানি হয় যে শুরু ঘুমের মৌচাকে। (কিসসা শোনার সন্ধ্যা)

নদীর ভাষাও বাংলা, পাখির ভাষাও বাংলা! 'ডালে ডালে পাখির বাসা/মিষ্টি মধুর পাখির ভাষা/সাতসাগরে নদীর ভাষা/কুলকুল নদীর ভাষা/হাজার সুরে, হাজার ভাষায় এই দুনিয়া ঘেরা,/আর মাতৃভাষা বাংলা আমার সকল ভাষার সেরা।। (ডালে ডালে পাখির বাসা) ঢাকা আর বুড়িগঙ্গা যে একই, একাকার: বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি/শহর দেখতে ঢাকায় চলি/বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে/দালানকোঠা সারে সারে/পথের মানুষ যায় কাতারে ...।' দেশ আর মা যত দেখি ততই মধুর লাগে। 'খালবিল আর গাঙের দেশ,/ দেশটা দেখা হয় না শেষ, ... খালবিল আর গাঙের দেশ এই তো আমার সোনার দেশ।।' নদীর দেশ দেখার স্বাদ হয় না শেষ কবির। কবিমন নদীকে সারাক্ষণ।

মানবজীবন আর নদীর জীবন ভাঙা-গড়ারই খেলা। নদী হলো ভাঙা-গড়ার খেলা/নদী বহে নিরবধি/নদীর এ কূল ভাঙে/নদীর ও কূল গড়ে/নদীর দুকূলে হায়/কত নয়নধারা/দিন শেষের ক্ষণে/ঝরে গো।। কিংবা নদী বহিয়া চলে/নদী মানে না মানা/কোন সুদূর পথে/তার নাহি তো জানা। কবি ফররুখ আহমদের কবিতা গানে নদীরই জয়গান। 'সাঁজের লোহু অঝোর ধারে। ঝরে নদীর দুই কিনারে/ তোমার মনের অশ্রু মেশে/নয়ন নীরে।। (রূপ দুলালি আসিল কে) নদী ও সমুদ্রের কথকতায়: তব প্রশান্ত জল কল্লোলে সুস্তির নীরবতা/ হে সমুদ্র ! কও কথা/দু'কূলে তোমার উছলি ওঠে নদীর চঞ্চলতা/ হে সমুদ্র! কও কথা।। পাহাড়ে জন্ম, সাগরে নিঃশেষ- এই তো নদীর সবিশেষ: বহে নদীর জলধারা/কোন সাগরে হারাতে/হায় কোন পিপাসায় নদী বহিয়া যায় কেউ পারে না ফেরাতে।।

আমার-নদীর দেশে বাস/সব নদীতে নৌকা বেয়ে/ বেড়াই বারো মাস।।/কর্ণফুলী, রজতরেখা/চিত্রা, হেনা দেয় যে দেখা/মধুমতি, হরিণঘাটায়/ ফেলি আমি শ্বাস।।/পাগলি মেয়ে পদ্মা নদী/ মেঘনা, ডাকাতিয়া/ সেই মেঘনা পার হয়ে যাই/ খোদার নাম নিয়া।। (নদী) এই নদীই আমাদের মনপ্রাণ। এই নদীকে যখন কেউ হত্যা করে তখন কবির কলমচক্ষু গর্জে ওঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে, সভ্যতার ইতিহাসে, মানুষের ইতিহাসে রাষ্ট্র ও সরকারসৃষ্ট শ্রেষ্ঠ দুর্যোগ ফারাক্কা বাঁধ। ভারত কর্তৃক দেয় মরণফাঁদ ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সেই সত্তর দশকেই ফররুখ আহমদের হুশিয়ারি উচ্চারণ: শোন মৃত্যুর তূর্য-নিনাদ/ফারাক্কা বাঁধ, ফারাক্কা বাঁধ, ফারাক্কা বাঁধ/মরণবার্তা কোটি মানুষের/মরণবার্তা জনজীবনের/মরণবার্তা সুখ-স্বপনের/ঢালে বিষাক্ত শায়খ নিষাদ/এনে দিতে বুকে এই জমিনের/মরণবহ্নি জাহান্নামের/আনে ও সারতা হিংস্র-লোভের/বাড়ায় দ্বন্দ্ব-ফেতনা-ফাসাদ/কূটচক্রীর চক্র এ বাঁধ/মুছে দিতে চায় মানবিকতার/সকল চিহ্ন, সমঅধিকার/বাড়ায় দ্বন্দ্ব-ফেতনা-ফাসাদ ...।

উৎস: বদিউর রহমান সম্পাদিত ফররুখ-রচনাবলি (খণ্ড ১-৯), ঐতিহ্য, ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৪

ফররুখ আহমদ
জন্ম: ১০ জুন, ১৯১৮, মৃত্যু: ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪

নয়ন আহমেদ

ফররুখ আহমেদের ডাহুক

ফররুখের কবিতা থেকে ডাহুক উড়ে গেলে
আমরা ছায়া নিয়ে বসে থাকি।

দেখি, কী পরিবর্তন ঘটেছে অক্ষরগুলোর!
নিঃশ্বাস থেকে বেরুচ্ছে দলা দলা পচা গন্ধ।

আগে অনেক ফুলের ঘ্রাণ এসে জড়ো হতো
নাকের জানালায়।
তারপর সেটা পৌঁছে যেত ফুসফুসে
সেখান থেকে আবার সারা অঙ্গে।
ভাষা ও বাক্যের মাঝে বসে যেত আনন্দসূচক বিরামচিহ্ন।

বুঝতে পারি,বুকে এত গোলাপ জন্মালে
এমন অনেক বেলী ফুল ফুটলে
অগণন নিঃশ্বাস ঢেকুর তুললে
অথবা ঐহিক ছায়া কুড়িয়ে সঞ্চয় করলে
এক একটা ডাহুক ফররুখের ভেতর ছড়িয়ে পড়তে পড়তে ড়

আলম্ব মেঘবৃষ্টি হয়।

হেই ফররুখ, শুনছেন তো আমাদের কথা!

এখন ডাহুকের ডাক কুড়িয়ে কুড়িয়ে
ওর উড়ে যাবার ছায়া আবৃত্তি করতে করতে

একটা ফুলবাগান করতে চাই।

নিঃশ্বাসের বাগান হবে আমাদের।

মুস্তফা হাবীব

অসুন্দর তাড়াবার কবি

পৃথিবী থেকে অসুন্দর তাড়াবার স্বপ্নে
বিভোর থাকা একজন মহা মণীষীর কথা বলছি,
বলছি তারই কথা, যে চেয়েছিল
অন্ধকারে ডুবে থাকা দিগন্তে আলোর উন্মোচন।

আলো ফুটেছে কি আজও?
অদৃশ্য চোরাবালিতে আটকে আছে ভোরের সূর্য,
বিভ্রম মানুষের দাপটে,নকল নষ্টদের আগ্রাসনে
নোঙরিহীন নৌকো ঘুরপাক খাচ্ছে টালমাটাল সমুদ্রে।

শাশ্বত সুন্দরের অপেক্ষায় ফররুখ দুর্নীবীত আবেগে
মুখোমুখি হয়েছিল সিন্দাবাদের, সাত সাগরের মাঝিদের
পাঞ্জেরীর কাছে জানতে চেয়েছে বারবার
' রাত পোহাবার কত দেরি '?

অসুন্দর তাড়াবার কবি ফররুখ এখনও অপেক্ষায়
কবে ফুটবে সমুদ্রের কল্লোলে ভোরের হাসি
কবে ভাঙবে নিষিদ্ধ আঁধারের প্রাচীর!

বিশ্বাস করি, আজ নাহয় কাল ঘুচবেই অন্ধকার
সত্যের প্রদীপের কাছে দাঁড়াবে সমগ্র মানবজাতি।

আহমেদ বেলাল

অপেক্ষা

একটি কবিতা
হাজারো উন্মুখ শ্রোতা,
সারি সারি পাল তোলা নৌকা
মাস্তুলে অপেক্ষারত পাখিদের কলরব,
আর ভেঙে পড়া ঢেউ এর আর্তনাদ!
পাঞ্জেরী! আর কত দেড়ি?

তীব্র বাতাসে হেলে পড়েছে গাছ
অথচ ফুলেদের এখনও ঘুম ভাঙেনি!
লাউয়ের লতা নেতিয়ে আছে,
ভোরের শিশির ঝরেনি বলে
দিগন্তে অপেক্ষারত সূর্য হেলে পড়ে বলছেড়
পাঞ্জেরী! আর কত দেড়ি?

শুকতারাটা এখনও জেগে
চাঁদ ঘুমিয়ে আছে অবোধ বালকের মত
চারিদিকে মানব ছায়াদের প্রার্থনা
রক্তিম কৃষ্ণচূড়া ভিজে আরো লাল হয়েছে,
নিচে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ পথশিশুদের আর্ত-চিৎকার
পাঞ্জেরী! আর কত দেড়ি?

জন্মদিনে কবি ফররুখ আহমদকে বরিশালে স্মরণ

আহমেদ বেলাল

জাতীয় জাগরণ, মানবিক চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধের এক উজ্জ্বল নাম কবি ফররুখ আহমদ। তাঁর কবিতায় যেমন ধ্বনিত হয়েছে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে ইতিহাস-ঐতিহ্যনির্ভর এক আত্মবিশ্বাসী জাতিসত্তার স্বপ্ন। সেই প্রজ্ঞাবান কবির ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্মরণসভা, সাহিত্য আড্ডা ও কবিতা পাঠের আয়োজন।

বুধবার (১০ জুন) বিকেলে বরিশাল নগরীর সদর রোডস্থ দৈনিক বাংলাদেশ বাণী কার্যালয়ে শেকড় সাহিত্য সংসদ ও মুক্তবুলি লেখক ফোরামের যৌথ উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বরিশালের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শেকড় সাহিত্য সংসদের সহ-সভাপতি কবি আল হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কবিতা পরিষদ, বরিশাল শাখার সভাপতি কবি মুস্তফা হাবীব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক জোট ও বরিশাল জেলা জাসাসের আহ্বায়ক এস এম সাব্বির নেওয়াজ সাগর, শেকড় সাহিত্য সংসদের সাধারণ সম্পাদক কবি পথিক মোস্তফা, কবি জামান মনির এবং দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদের বরিশাল অঞ্চল পরিচালক ও সাংবাদিক আযাদ আলাউদ্দিন।

বক্তারা তাঁদের আলোচনায় বলেন, কবি ফররুখ আহমদ কেবল একটি নির্দিষ্ট ধারার কবি নন; তিনি ছিলেন মানুষের কবি, প্রতিবাদের কবি এবং মূল্যবোধের কবি। তাঁর সাহিত্যকর্মে ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকলেও তা কোনো সংকীর্ণতার পরিচায়ক নয়; বরং মানবমুক্তি, ন্যায়, সত্য, সাম্য ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁর সৃষ্টিশীলতার মূল প্রেরণা।

তাঁরা আরও বলেন, বর্তমান সময়ে যখন সমাজ নানা ধরনের নৈতিক সংকট, বিভাজন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মুখোমুখি, তখন ফররুখ আহমদের সাহিত্য নতুন করে পাঠ ও অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। তাঁর কবিতা তরুণ প্রজন্মকে আত্মপরিচয়, দায়িত্ববোধ ও মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে সমাজকে আলোকিত করার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন কবি জিল্লুর রহমান জিল্লু, প্রাবন্ধিক মাহমুদ ইউসুফ, কবি সুজন হাওলাদার, কবি মুন্ময় হাসান, হাসিবুল ইসলামসহ বরিশালের বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা কবির ব্যক্তিজীবন, সাহিত্যদর্শন, সৃষ্টিশীলতা এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানের এক আবেগঘন পর্বে কবি ফররুখ আহমদকে নিবেদন করে গান পরিবেশন করেন শিল্পি সাইফুল ইসলাম সাইফী এবং কবিকে উৎসর্গ করে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি আহমেদ বেলাল। তাঁর কণ্ঠে কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিবেদন উপস্থিত শ্রোতাদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে সৃষ্টি হয় এক হৃদয়গ্রাহী সাহিত্যিক আবহ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা উল্লেখ করেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে ফররুখ আহমদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর কাব্যভাষা, ইতিহাসচেতনা, মানবপ্রেম ও আধ্যাত্মিক অনুভব তাঁকে বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তাঁর সাহিত্যকর্ম পাঠের মধ্য দিয়ে মানবিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকবে বলেও তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাংবাদিক আযাদ আলাউদ্দিনের সঞ্চালনায় পুরো অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খল ও প্রাণবন্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয়। স্মৃতিচারণা, সাহিত্য আড্ডা, কবিতা পাঠ ও মননশীল আলোচনার মধ্য দিয়ে বরিশালের সাহিত্যপ্রেমীরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন বাংলা সাহিত্যের এই প্রবাদপ্রতিম কবিকে।

কবি ফররুখ আহমদের কবিতা-গানে বর্ষা

আযাদ আলাউদ্দীন

কবি ফররুখ আহমদের সাহিত্যে প্রকৃতির বর্ণনা এসেছে নানা ব্যঞ্জনায়। তিনি তাঁর ছড়া, কবিতা এবং গানে যেসব উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং ছন্দ ও অলংকার ব্যবহার করেছেন তা বাস্তবতার নিরিখেই রচিত। বাংলা ষড়ঋতুর অন্যতম 'বর্ষা'কে নিয়ে তিনি লিখেছেন বেশ কয়েকটি ছড়া, কবিতা এবং গান।
যেমন কবির লেখা 'বৃষ্টির ছড়া' পড়লে ছোটবেলার কথা সবার হৃদয়ে উঁকি দেয়। কি সুন্দর করেইনা তিনি লিখেছেন- 'বৃষ্টি এলো কাশবনে/জাগল সাড়া ঘাসবনে, বকের সারি কোথা রে/লুকিয়ে গেল বাঁশবনে।'

কবি ফররুখ আহমদ লিখেছেন 'বৃষ্টি নামে রিমঝিমিয়ে গাছের ডালে টিনের চালে /বৃষ্টি নামে হাওয়ার তালে/বাদলা দিনের একটানা সুর/বৃষ্টি নামে ঝুমুর ঝুমুর'। কবির এই উপমার সাথে মিল রেখে যখন সত্যি সত্যি টিনের চালে রিমঝিমিয়ে বৃষ্টি পড়ে তখন বৃষ্টির শব্দ এক অপূর্ব আবহ তৈরি করে।

শিশুতোষ ছড়া- গানেও কবি ফররুখ আহমদ বৃষ্টির আবহ এবং বৃষ্টিকে ঘিরে মানব মনের উচ্ছাস তুলে ধরেছেন শৈল্পিক সুষমায়- 'বৃষ্টি ঝরে বাদল দিনে অঝর ধারাতে/বৃষ্টি নামে সাত সকালে মেঘ লাড়াতে/সারা আকাশ ছলছলিয়ে/বিজলি আলোয় ঝলমলিয়ে/বৃষ্টি নামে অনেক দূরে মেঘের পাড়াতে।।

বর্ষাকালীন বৃষ্টি কীভাবে প্রকৃতি ও মানুষের মনে দোলা দেয়, তার বর্ণনা পাওয়া যায় কবির 'বৃষ্টির গান' কবিতায়। গ্রীষ্মের খরতাপে শুকিয়ে যাওয়া মাটি ও নদী বর্ষার জলে কীভাবে প্রাণ ফিরে পায়, তার নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বৃষ্টির গানে। বর্ষার মেঘকে তিনি তুলনা করেছেন 'বিনি সুতোর ঘুড়ি' হিসেবে।
মেঘেরা সব বিনি সুতোর ঘুড়ি/এদেশ থেকে ওদেশ পানে চলে ঘুরি/চলার পথে যায় ছড়িয়ে/মেঠো নদী যায় ভরিয়ে/ঝিম ঝিমিয়ে রিম ঝিমিয়ে কোথায় হারাতে।।'

ফররুখ আহমদের 'মুহূর্তের কবিতা' কাব্যের 'বৃষ্টি' কবিতাটিও কৃষিপ্রধান বাংলার মানুষের মনোবাসনার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রকৃতিতে বর্ষা আসে প্রাণস্পন্দন নিয়ে। আর বৃষ্টিই বর্ষার প্রাণ। এ সময় নদীর দু-ধারে প্লাবন দেখা দেয়, ফলে পলিমাটির গৌরবে ফসল ভালো হয়। বৃষ্টির সময় আকাশের সর্বত্র মেঘের খেলা দেখা যায়, বর্ষার ফুল ফুটে সর্বত্র মোহিত হয়, রুক্ষ মাটি বৃষ্টিতে প্রাণ জুড়ায়। বৃষ্টির দিনে সংবেদনশীল মানুষও রসসিক্ত হয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে সুখময় অতীত, পুরনো স্মৃতি, আর সে ভালোলাগার আলপনা আঁকে মনে মনে। এ বৃষ্টি কখনো বিষণ্ণও করে মন, একাকী জীবনে বাড়ায় বিরহ। সুতরাং বৃষ্টি শুধু প্রাকৃতিক ঘটনা বা প্রাকৃতিক পালাবদলের নিয়ামক নয়, এর সঙ্গে ব্যক্তির জীবনও কতটা সম্পৃক্ত তারই কাব্যরূপ ফুটে উঠেছে 'বৃষ্টি' কবিতায়-

বৃষ্টি এলো বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি ! পদ্মা মেঘনার
দুপাশে আবাদী গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;
বিদ্যুৎ-রূপসী পরি মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার।

'বর্ষা শেষের গান' কবিতায় ফররুখ আহমদ লিখেছেন-
বর্ষা গেলো ভাই/রোদের দেখা পাই, উড়কি ধানের মুড়ি/ মেঘেরা যায় উড়ি/একসাথে পাঁচ কুড়ি/হিসাব জানা চাই।।
কবি ফররুখ আহমদ 'বর্ষায়' কবিতায় লিখেছেন-'প্রখর গ্রীষ্মের শেষে এল বর্ষা, বাদল হাওয়ায়/দিক-প্রান্তে অপরূপ ছায়া দেখে কাজল মেঘের/একাকী প্রতীক্ষমাণ কাননে কেতকী শিহরায়।/.../মত্ত বর্ষণের দিনে দেখি তাই অজস, বন:/সমস্ত প্রকৃতি যেন গায় গান নতুন সৃষ্টির/রৌদ্রদগ্ধ এ পৃথিবী পায় খুঁজে নতুন জীবন:/অঝোর বর্ষার সুরে পৃথিবী হয় উজ্জীবন।'

বর্ষা বা বৃষ্টি যে শুধু আনন্দই দেয়, তা কিন্তু নয়। বরং বর্ষা কখনো কখনো হয়ে উঠে বিষণ্ণতার প্রতীক। যেমন
'বর্ষার বিষণ্ণ চাঁদ' কবিতায় ফররুখ আহমদ লিখেছেন- বর্ষার বিষণ্ণ চাঁদ এরাতেও উঠেছে তেমনি/যেমন সে উঠেছিলো হাজার বছর আগেকার/বৃষ্টি-ধোয়া আসমানে।

ভাবুনতো 'বৃষ্টি-ধোয়া আসমান' কি দারুণ এক উপমা। এভাবেই কবি ফররুখ আহমদের লেখায় ব্যবহৃত বৃষ্টি বিষয়ক উপমাগুলো মন ছুঁয়ে যায় পাঠকদের।

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ শুক্রবার ॥ ১২ জুন ২০২৬ ॥ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

১২ ক্ষেপণাস্ত্র ফেলে এফ-৩৫সহ তিন মার্কিন যুদ্ধবিমান গুঁড়িয়ে দিল ইরান

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) দাবি করেছে, জর্ডানের আল-আজরাক বিমানঘাঁটিতে অবস্থানরত মার্কিন বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা ও যুদ্ধবিমান লক্ষ্য করে তারা ১২টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ২ এর পাতায় দেখুন

মার্কিন হামলায় ২ ভারতীয় নাবিক নিহত, একজন নিখোঁজ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ওমান উপকূলের কাছে গালফ অব ওমানে চলাচলরত তেলবাহী ট্যাঙ্কার এম/টি সেন্তেবেলোয় মার্কিন বাহিনীর হামলায় দুই ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন। আরও একজন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। ভারতীয় নাবিকদের ২ এর পাতায় দেখুন

পটুয়াখালীতে ‘নবম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু’ নির্মাণে চুক্তি সই

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীতে ‘নবম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু’ নির্মাণে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলনকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জানিয়েছে, প্রস্তাবিত সেতুটি পটুয়াখালীর লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া জেলা মহাসড়কের ১৪ কিলোমিটার পয়েন্টে নির্মিত হবে। এর অবস্থান বগা ফেরিঘাটের ভাটির দিকে। চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে সই করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বৈদেশিক সহায়তা শাখার যুগ্ম সচিব মো. মোকসেদ আলী এবং চীন সরকারের পক্ষে সই করেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা দূতাবাসের কাউন্সেলর সং ইয়াং। প্রকল্পের আওতায় মোট ২ দশমিক ৬২ কিলোমিটার পথ নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে মূল সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ১ দশমিক ৩৪৮ ২ এর পাতায় দেখুন

বিএনপিপন্থী ঠিকাদারের কাছে চাঁদা দাবি ৩ ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রে অভিযোগ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) চলমান নিচতলা সংলগ্ন সড়কের উন্নয়নমূলক কাজের অংশ (ভাগ) দাবি, ঠিকাদারকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং চাঁদাবাজির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংসদের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। গত ১১ জুন (২০২৬) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর এই আবেদন জানান ভুক্তভোগী ঠিকাদার আওলাদ হোসেন মনু। তিনি বরিশাল মহানগরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি এবং একজন প্রথম শ্রেণির ঠিকাদার। লিখিত অভিযোগে অভিযুক্তরা হলেন- ২ এর পাতায় দেখুন

৩০ আঙুল ও জিহ্বা ছাড়া জন্ম নিয়ে নবজাতকের মৃত্যু

মঠবাড়িয়া প্রতিনিধি

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় দুই হাত ও পায়ে ৩০টি আঙুল নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুটি মারা গেছে। জন্মগতভাবে তার জিহ্বাও ছিল না বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) সকালে উপজেলার বড় মাছুয়া ইউনিয়নের ভোলমারা গ্রামের নিজ বাড়িতে শিশুটি মারা যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় গ্রাম পুলিশ মনির খান। মঙ্গলবার (৯ জুন) বিকালে জন্মের পরপরই মঠবাড়িয়ার ড্রিম অ্যান্ড হেলথ কেয়ার হাসপাতালে শিশুটিকে দেখতে ভিড় করেন স্বজন ও কৌতূহলী মানুষ। জানা গেছে, সাধারণ শিশুর মতো ২০টি নয়, তার হাতে ১৬টি এবং পায়ে ১৪টি মিলিয়ে মোট ৩০টি আঙুল রয়েছে। শিশুটির বাবা ইসমাইল পালোহন উপজেলার বড় মাছুয়া ইউনিয়নের ভোলমারা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর। জেসমিন আক্তারের পঞ্চম সন্তান এটি। পরিবারের অন্য সন্তানরা স্বাভাবিক হলেও নবজাতকটির শারীরিক গঠন দেখে ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপির স্বাস্থ্য সম্পাদকের বিবৃতি

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালের একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কর্তব্যরত চিকিৎসককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় বিবৃতি দিয়েছেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, একজন রোগীর মৃত্যু নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। রোগীর পরিবার ও স্বজনদের শোক, কষ্ট ও আবেগ আমরা সম্মান করি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ওই শোক বা ক্ষোভকে চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট কিংবা অন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর ওপর শারীরিক হামলা, অপমান, ভাঙচুর বা হুমকির মাধ্যমে প্রকাশ করা গ্রহণযোগ্য নয়। বৃহস্পতিবার বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক মুহম্মদ মুনির হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এসব ২ এর পাতায় দেখুন

মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা ইলিশ শিকারে প্রস্তুত জেলেরা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

ইলিশের প্রজনন রক্ষায় সরকার ঘোষিত ৫৮ দিনের মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে বৃহস্পতিবার (১১ জুন) মধ্যরাতে। ইতোমধ্যেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন উপকূলের জেলেরা। নিষেধাজ্ঞা শেষের সঙ্গে সঙ্গে গভীর সমুদ্রে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ শিকারে নামবেন উপকূলের জেলেরা। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার আলীপুর, মহিপুর, লতাচাপলী, ধুলাসারসহ বিভিন্ন মৎস্যঘাটে এখন জেলেদের ব্যস্ততা। কেউ জাল মেরামত করছেন, কেউ নৌকা পরিষ্কার করছেন, আবার কেউ বরফ সংগ্রহে বাজারে দৌড়াচ্ছেন। দীর্ঘ ৫৮ দিন ঘরে বসে থাকা জেলেরা এখন ইলিশ শিকারে নামার অপেক্ষায় উৎসবমুখর পরিবেশে দিন কাটাচ্ছেন। আলীপুর মৎস্য আড়তদার মালিক সমিতির সভাপতি জলিল ঘরামী বলেন, ৫৮ দিন ধরে আমাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ ছিল। মধ্যরাতের পর থেকেই জেলেরা সমুদ্রে নামবে, আমরাও আবার কাজ শুরু করব। আশা করি, এবার প্রচুর ইলিশ ধরা পড়বে, তাহলে জেলেদের কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে। জেলে মোজাম্মেল হাওলাদার বলেন, ভরা মৌসুমে ইলিশ কম পাওয়া গিয়েছিল। এরপর ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞায় ঘরে বসে থাকতে হয়েছে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, ৭৭ কেজি চাল দিয়ে সংসার চালানো কঠিন ছিল। নিষেধাজ্ঞা শেষ, আবারও সমুদ্রে যাবো ইনশাআল্লাহ ভালো পরিমাণ ইলিশ পাবো।

বরিশালে ফের বাড়ছে ডায়রিয়ার প্রকোপ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালে ডায়রিয়ার প্রকোপ কমার আভাস মিললেও পুরোপুরি স্বস্তি ফিরছে না। প্রতিদিনই নতুন রোগী ভর্তি হওয়ায় স্বাস্থ্য বিভাগ পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। হাসপাতালের শয্যায় রোগীর চাপ আগের তুলনায় কিছুটা নিয়ন্ত্রিত থাকলেও সংক্রমণের ধারাবাহিকতা উদ্বেগ তৈরি করছে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। গত আট দিনের পরিসংখ্যান বলছে, বরিশাল সদর হাসপাতালে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদের আসা-যাওয়া অব্যাহত রয়েছে। একদিকে নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছেন, অন্যদিকে চিকিৎসা শেষে অনেকে বাড়ি ফিরছেন। তবে প্রতিদিনই নতুন রোগী যুক্ত হওয়ায় ডায়রিয়ার সংক্রমণ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে, এমনটি বলার সুযোগ দেখছেন না সংশ্লিষ্টরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ৪ জুন থেকে ২ এর পাতায় দেখুন

মুলাদীতে অগভীর নলকূপে পানির বদলে উঠছে গ্যাস

মুলাদী প্রতিনিধি

বরিশালের মুলাদী উপজেলায় একটি অগভীর নলকূপে পানির পরিবর্তে গ্যাস উঠছে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে স্থানীয়রা নলকূপের পাইপে আগুন দিলে তা জ্বলতে দেখা যায়। বুধবার (১১ জুন) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের পূর্ব সেলিমপুর গ্রামের নিজাম উদ্দীন কাজীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। পরে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আগুন জ্বালিয়ে রাত ১১টার দিকে তা নিভিয়ে ফেলা হয়। বৃহস্পতিবার সকালেও পাইপে আগুন দিয়ে গ্যাস নির্গমনের বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিজাম উদ্দীন কাজী সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে একটি অগভীর নলকূপ স্থাপন করেন। বুধবার বিকেলে প্রায় ৭০ ফুট গভীরতায় পাইপ বসানোর কাজ শেষ হয়। সন্ধ্যায় নলকূপ স্থাপনের পর পানি তোলার চেষ্টা করলে পানি না উঠে পাইপ থেকে শব্দ ও হালকা গন্ধ বের হতে থাকে। পরে বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে পাইপের মুখে আগুন দেওয়া হয়। এতে আগুন জ্বলে ওঠে এবং সেখান থেকে গ্যাস নির্গত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। নিজাম উদ্দীন কাজী বলেন, ‘পানি তোলার জন্য নলকূপ বসানো হয়েছিল। কিন্তু পানি না উঠে গ্যাসের মতো পদার্থ বের হতে ২ এর পাতায় দেখুন

ভাণ্ডারিয়া পৌরসভায় ডেঙ্গু প্রতিরোধ অংশীজনের সাথে সভা

ভাণ্ডারিয়া প্রতিনিধি

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া পৌরসভার উদ্যোগে গতকাল বৃহস্পতিবার পৌর অডিটরিয়ামে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌর প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হাসিবুল হাসানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন,উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) উজ্জ্বল হালদার, উপজেলা হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ২ এর পাতায় দেখুন

আগৈলঝাড়ায় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিখন বনিকের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলাশ আহমেদ, আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মাসুদ খান, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সিকদার হাফিজুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ মোঃ বখতিয়ার, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা তপন বিশ্বাস, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শাহানাজ পারভীন, উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান ইলিয়াস তালুকদার, আমিনুল ইসলাম বাবুল ভাট্টি, শফিকুল ইসলাম টিটু ২ এর পাতায় দেখুন

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী বারোচালা ভাঙার কাজ স্থগিত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠি শহরের ঐতিহ্যবাহী বারোচালা ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে প্রশাসনের নির্দেশে ভাঙার কাজ স্থগিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) সকাল থেকে শ্রমিকরা স্থাপনাটির বিভিন্ন অংশ ভাঙার কাজ শুরু করলে স্থানীয় সচেতন মহল, সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তি ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। জানা গেছে, ঝালকাঠি শহরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয় নারায়ণ ঘোষালের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক বারোচালাটি দীর্ঘদিন ধরে শহরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি পুরোনো স্থাপনাটি অপসারণ করে সেখানে বহুতল মার্কেট নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার সকালে ভাঙার কাজ শুরু করা হয়। খবর ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাটি সংরক্ষণের দাবি জানান। পরিস্থিতি বিবেচনায় ওইদিন দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. কাওছার হোসেন, সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মেহেদী হাসান, ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. আককাস সিকদার, শাহ আলম খলিফা, অলোক সাহা, কালীবাড়ি মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আপাতত বারোচালার সব ধরনের ভাঙার কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে শিগগিরই ২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ওই কমিটিতে প্রশাসনের প্রতিনিধি, মন্দির কর্তৃপক্ষ, সুধীজন, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় গণ্যমান্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বান্দরবানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে চরফ্যাশনের দুই শ্রমিকের মৃত্যু

চরফ্যাশন প্রতিনিধি

বান্দরবান সদর হাসপাতালের সার্ভিস ভবনে নির্মাণকাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) দুপুর ১২টার দিকে বান্দরবান সদর হাসপাতালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকরা হলেন- সাকিব (২০) এবং কামরুল হাসান (৩৫)। তারা ভোলা জেলার চরফ্যাশন এলাকার বাসিন্দা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, বান্দরবান সদর হাসপাতালের সার্ভিস ভবনে নির্মাণকাজ করছিলেন নির্মাণ শ্রমিকরা। কাজ করার একপর্যায়ে ভবনের পাশে বৈদ্যুতিক মেইন তারের সঙ্গে লোহার এ্যাঙ্গেলের সংস্পর্শ হলে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের উদ্ধার করে। বিষয়টি নিশ্চিত করে বান্দরবান ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল মান্নান আনসারী বলেন, বান্দরবান সদর হাসপাতালের সার্ভিস ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসি এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দেখছি।

বোরহানউদ্দিনে গাঁজা ও ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

বোরহানউদ্দিন প্রতিনিধি

মাদকের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির অংশ হিসেবে ভোলা জেলা পুলিশের চলমান অভিযানে বোরহানউদ্দিনে গাঁজা ও ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভোলা জেলা পুলিশ সুপার মোঃ শহিদুল্লাহ কাওছার, পিপিএম-এর সার্বিক দিকনির্দেশনা এবং বোরহানউদ্দিন থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মনিরুজ্জামান-এর নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ দুজনকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বোরহানউদ্দিন থানার এসআই জসিম ও সঙ্গীয় ফোর্স উপজেলার বড় মানিকা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের একপর্যায়ে মাদক বিক্রির প্রস্তুতিকালে বাচ্চু (৩০) ২ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের অভিযানে ১৭৫ পিস ইয়াবাসহ আটক তিন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল মেট্রোপলিটন এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের অভিযানে ১৭৫ পিস ইয়াবাসহ তিনজন আটক হয়েছে। বুধবার রাতে (১০ জুন) পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে মেট্রোপলিটন পুলিশের বরিশাল সদর দপ্তর। পুলিশ জানিয়েছে, এয়ারপোর্ট থানার এসআই আখতার হোসেন এর নেতৃত্বাধীন বিশেষ অভিযানিক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১০ জুন রাতে ডেফুলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোঃ শওকত হোসেন ২ এর পাতায় দেখুন

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার: এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল। রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার: মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ কে.বি হোসেন উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল। রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কম্পিউটারের সবকিছুই আপনার নাগালে
ঈশিতা কম্পিউটার
All Kinds Of Computer Solution.
Accessories Selling, Training & Digital Photography
উপজেলা রোড, আগৈলঝাড়া, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১৫২১৩৫৪৬

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক
মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com